বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

6

তারিখ ... 16 APR 1995 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 7

দৈনিক বাংলা

সবার প্রতি আহ্বান

শিক্ষার পরিবেশ নির্বিঘ্ন করুন ঃ প্রধানমন্ত্রী

গত বছরের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও আলেম পরীক্ষা মেধাতালিকায় স্থানপ্রাপ্ত ছাত্র–ছাত্রীদের শনিবার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। এসব পরীক্ষায় ভাল ফল দেখানোর জন্য তাদের এই সংবর্ধনা দেয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। গত বছর চারটি শিক্ষা বোর্ড ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের মেধাতালিকায় স্থানপ্রাপ্ত ৩২৫ জন ছাত্রছাত্রীকে এ অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা দেয়া হয়। খবর বাসস'র।

এই প্রথম এইচএসসি পরীক্ষার সম্মিলিত মেধাতালিকায় স্থানপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সম্মান দেয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পরীক্ষায় চমৎকার কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য ছাত্রছাত্রীদের ও লেখাপড়ায় ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান এবং অবদান রাখার জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান।

তিনি ছাত্রছাত্রীদেরকে ভবিষ্যতে দেশের নেতৃত্ব দানের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে বলেন। তিনি বলেন, এজন্য অবিরাম জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের আরও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য তার সরকার সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, একশ্রেণীর লোক সামাজিক উন্নয়নের প্রতি অবহেলা করে শুধুমাত্র রাজনৈতিক মতলবে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ এবং পরীক্ষা বিলম্বিত হলে কারও কল্যাণ হয় না। এতে শুধু শিশুদেরই ক্ষতি হয় না, গোটাজাতিই ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে বেগম খালেদা জিয়া জানান।

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার পরিবেশ নির্বিঘ্ন করুন ঃ প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী সকল রাজনীতিক, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রতি এমন একটি পরিবেশ বজায় রাখতে সাহায্য করার আহবান জানান, যে পরিবেশে ছাত্রছাত্রীরা নির্বিঘ্নে লেখাপড়া করতে পারবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ একদিনও অনির্ধারিতভাবে বন্ধ থাকবে না।

তিনি বলেন, শিক্ষাঙ্গনে এ ধরনের একটি পরিবেশ বজায় রাখা কোন দল, ব্যক্তি বা মহলবিশেষের স্বার্থে নয়, গোটা-জাতির স্বার্থেই প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী ৩২৫ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে একের পর এক সনদপত্র বিতরণ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দীন সরকার এবং শিক্ষাসচিব ইরশাদুল হকও এ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনের এ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

বেগম খালেদা জিয়া বলেন, এ শতাব্দীর শেষ পাদে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে জ্ঞান অন্বেষায়ও প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীদের এ সাফল্য অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য তিনি ছাত্রছাত্রীদের প্রতি প্রস্তুতি গ্রহণের আহবান জানিয়ে বলেন, ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান আহরণ-প্রক্রিয়ার গতি বাড়াতে হবে।

তিনি বলেন, দেশের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। দারিদ্র্য দূর, বেকারত্ব হ্রাস ও সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য শিক্ষা বিস্তার অত্যন্ত জরুরী। একমাত্র শিক্ষাই সম্পদের ঘাটতি দূর করতে পারে বলে তিনি জানান।

শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, পৌর এলাকার বাইরে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বালিকাদের বিনাবেতনে শিক্ষা ও উপবৃত্তি প্রদানসহ শিক্ষা সম্প্রসারণে তার সরকার গৃহীত অন্যান্য ব্যবস্থার উল্লেখ করে তিনি বলেন, জাতির সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষার সংযোগ সাধনই তার সরকারের লক্ষ্য।